

মানবিক মর্যাদা

সাম্য

সামাজিক মূল্যবোধ

# গঠনতন্ত্র



প্রশান্তি ফাউন্ডেশন



রচনায়

ইঞ্জি. এম এ হাকিম

মোঃ মারুফ হোসেন

মেহেদী হাসান বান্না

প্রচ্ছদ

তারিকুল ইসলাম

## প্রথম ভাগ

### উপস্থাপনা

"মানুষকে দেখি মানবতার চোখে" এ মহান স্লোগানকে ধারণ করে , আত্মার শান্তি ও মহান সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে,সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের বাংলাদেশ গঠনের নিমিত্তে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির কতিপয় মানবিক শিক্ষার্থীর উদ্যোগে ২০১৯ সালের মহান বিজয়ের মাস ডিসেম্বরের ২ তারিখে মহান মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্যারেছে এই ফাউন্ডেশনের যাত্রা শুরু হয়। ফাউন্ডেশনটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ও মানবকল্যাণমূলক । প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তাবৃন্দ সম্পূর্ণ সেচছায় মানবকল্যাণ মূলক কাজে অংশগ্রহণ করবে। প্রতিষ্ঠানটি ভবিষ্যতে দেশব্যাপি অসহায় বঞ্চিত শিশু-বৃদ্ধ-নারীদের কল্যাণ,পথবাসী-পথশিশুদের কল্যাণ, শীতবস্ত্র বিতরণ, রক্তদান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বৃক্ষরোপন ,ফুড সেফটি, অসহায়দের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ, প্রশান্তি ফাউন্ডেশনের ছাত্রদের মাঝে সুদযুক্ত ও জামানত বিহীন ঋণ প্রদান সংস্কৃতি ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন ইত্যাদি সহ যেকোনো মানবিক সংকট মোকাবেলায় কাজ করবে । উল্লেখিত মহৎ কাজ গুলোকে সঠিক ও সুনিপুণ ভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠনতন্ত্রটি প্রণয়ন করা হলো ।

গঠনতন্ত্রটিতে প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার নীতি ও সকল সেচ্ছাসেবি দায়িত্বরতদের দাপ্তরিক ক্ষমতা সহ সাংগঠনিক কাঠামো উল্লেখিত করা হয়েছে। । গঠনতন্ত্রটি ৬ টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগে প্রতিষ্ঠানের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে সাংগঠনিক কাঠামো আলোচনা করা হয়েছে । তৃতীয় ভাগে সংগঠনের কার্যক্রম, চতুর্থ ভাগে সংগঠনের আয়ের উৎস এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠ ভাগে যথাক্রমে নেতৃত্ব বাছাই ও তফসিল সংযুক্ত করা হয়েছে।

প্রশান্তি ফাউন্ডেশন

## দ্বিতীয় ভাগ সংগঠন ও সাংগঠনিক কাঠামো

নামকরণঃ

এই সংগঠনের নাম হবে প্রশান্তি ফাউন্ডেশন ইংরেজিতে Proshanti Foundation।

সদরদপ্তরঃ

এই সংগঠনের সদরদপ্তর হবে মুক্তমঞ্চ, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, আগারগাঁও, ঢাকা।

মূলনীতিঃ

সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায় বিচার।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

মানবকল্যান সাধন করার মাধ্যমে মহান সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি ও আত্মার প্রশান্তি অর্জন করা।

স্লোগানঃ “মানুষকে দেখি মানবতার চোখে”।

নীতিবাক্যঃ

অপরাধী (যে সমাজের ক্ষতি করে (হচ্ছে অত্যাচারী আর পাপী (যে নিজের ক্ষতি করে (হচ্ছে অধিকতর অত্যাচারী তাই একজন পাপী কখনো স্বৈচ্ছাসেবী হতে পারে না।

প্রাথমিক সদস্যঃ

সংগঠনের মূলনীতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, স্লোগান ও নীতিবাক্যে বিশ্বাসী যেকোনো বয়সের মানুষই এই এই সংগঠনের প্রাথমিক সদস্য হতে পারবেন।

সাংগঠনিক কাঠামোঃ

সংগঠনটি চিফ প্যাট্রন, স্ট্যান্ডিং কমিটি, কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি এবং শাখা কমিটি (বিশ্ববিদ্যালয়/বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ) দ্বারা পরিচালিত হবে এবং সংগঠনের একটি উপদেষ্টা পরিষদও থাকবে।

## তৃতীয় ভাগ কার্যক্রম

### চিফ প্যাট্রনঃ

চিফ প্যাট্রন সংগঠনের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির ইলেকশন কমিশনের কাজ, উপদেষ্টা পরিষদ গঠন, পর্যবেক্ষণ, সংগঠনের শৃঙ্খলা রক্ষা সহ সংগঠনের কল্যাণে স্ট্যান্ডিং কমিটির সাথে পরামর্শক্রমে সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন।

### স্ট্যান্ডিং কমিটিঃ

সংগঠনের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সাবেক প্রেসিডেন্টরাই এই কমিটির সদস্য হবেন। তাঁহারা সংগঠনের চিফ প্যাট্রনের কাজে সহায়তা করবেন এবং সংগঠনের পরিকল্পনা প্রনয়ণ, কর্মসূচি প্রনয়ণ করে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটিকে সার্বিক নির্দেশনা প্রদান করবেন। এই কমিটির ক্রোনোলজিক্যালি সিনিয়র সদস্য জুনিয়র সদস্যের চেয়ে সব ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে। কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির প্রেসিডেন্ট ক্ষেত্রবিশেষ এই কমিটির অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে।

### কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটিঃ

এই কমিটিই সংগঠনের প্রাণ। এই কমিটি প্রেসিডেন্ট, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, জেনারেল সেক্রেটারী, এসিস্ট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারী, সম্পাদকমন্ডলী, সুপারভাইসর মন্ডলী, সম্মানী সদস্যবৃন্দ নিয়ে গঠিত হবে। ইলেকশন কমিশনারের নির্ধারিত নিয়মে নির্বাচনে মাধ্যমে এই কমিটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবে। প্রেসিডেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির পরামর্শক্রমে জেনারেল সেক্রেটারী, সুপারভাইসর মন্ডলীর পরামর্শক্রমে সম্পাদকমন্ডলী এবং একান্ত নিজ বিবেচনায় সম্মানী সদস্য নিয়োগ করবেন। প্রেসিডেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির পরামর্শক্রমে কমিটির ভলিউম নির্ধারণ করবেন।

### প্রেসিডেন্টঃ

প্রেসিডেন্ট এই নির্বাহী প্রধান। সংগঠনের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি সভা আহবান, সভাপতিত্ব ও সমাপ্ত করবেন। স্ট্যান্ডিং কমিটি প্রণীত পরিকল্পনা ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবেন। শাখা কমিটি গঠন করবেন।

ভাইস-প্রেসিডেন্টঃ

ভাইস-প্রেসিডেন্ট গন প্রেসিডেন্টকে সর্বাঙ্গিক সহায়তা করবেন।

জেনারেল সেক্রেটারীঃ

জেনারেল সেক্রেটারী সভা সঞ্চালনা করবেন। সম্পাদকমণ্ডলীদের মধ্যে সমন্বয় করবেন।

এসিস্ট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারীঃ

জেনারেল সেক্রেটারীকে সর্বাঙ্গিক সহায়তা করবেন।

সম্পাদকমণ্ডলীঃ

সম্পাদকমণ্ডলী স্ব স্ব বিভাগের সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালন ও রিপোর্টং করবেন।

সম্মানী সদস্যবৃন্দঃ

সম্মানী সদস্যবৃন্দ জেনারেল সেক্রেটারী প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করবেন।

সুপারভাইসর মণ্ডলীঃ

কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সাবেক সকল কর্মকর্তা সুপারভাইসর মণ্ডলীর সদস্য হবে যারা কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটিকে প্রয়োজন মত পরামর্শ প্রদান করবেন।

শাখা কমিটিঃ

বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোতে শাখা কমিটি গঠিত হবে। শাখা কমিটির সাংগঠনিক কাঠামো কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি অনুরূপ হবে। শাখা কমিটিগুলো কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির পরামর্শক্রমে দায়িত্ব পালন করবে।

চতুর্থ ভাগ  
তহবিল

তহবিলঃ

সংগঠনের জনশক্তির চাঁদা, সাধারণ মানুষের দান নিয়ে তহবিল গঠিত হবে।

## পঞ্চম ভাগ নির্বাচন

কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি:

শুধু মাত্র প্রেসিডেন্ট পদেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। যোগ্যতাই নেতৃত্বের মাপকাঠি হবে। নির্বাচনে কেউ প্রার্থী হতে পারবেনা। যোগ্যতা নির্ধারনে থাকবে নির্দিষ্ট প্যারামিটার। প্যারামিটার গুলোর নির্দিষ্ট মান থাকবে। মোট মার্ক হবে প্যারামিটারগুলোর মান। নির্বাচন কমিশন সর্বোচ্চ মার্কধারী তিন জনের প্যানেল ঘোষণা করবে নির্বাচনের কিছু সময় পূর্বে। ঘোষিত প্যানেলভুক্ত তিনজনের মধ্যে ভোটাভুটি হবে। ভোটার হবেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সবাই এবং শাখা কমিটির প্রেসিডেন্ট।

প্যারামিটার:

প্যারামিটার

মার্ক

১। মিটিং উপস্থিতি-----	১০
২। বিভাগীয় ও অবিভাগীয় কাজ-----	১০
৩। নিজের অনুদান-----	১০
৪। অনুদান সংগ্রহ-----	২০
৫। ভলেন্টিয়ার নিয়োগ-----	২০
৬। নিজ উদ্যোগে সেবা কর্মসূচি-----	২০
৭। মানবতা বিষয়ক জ্ঞান পরীক্ষা-----	১০

মোট = ১০০ মার্ক

শাখা কমিটি:

কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি শাখা কমিটির নির্বাচন আয়োজন করে কমিটি গঠন করবে। পদ্ধতি হবে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির পদ্ধতির মতোই।



## ষষ্ঠ ভাগ

### তফসিল

#### তফসিল ১

উপদেষ্টা পরিষদ সমাজের গুণীজন নিয়ে গঠিত হবে। তাঁরা চিফ প্যাট্রনকে পরামর্শ প্রদান করবেন এবং তহবিল গঠনে অগ্রণী ভূমিকা রাখবেন।

#### তফসিল ২

গঠনতন্ত্র মূলরূপ কখনোই পরিবর্তন করা যাবে না তবে পরিমার্জন করা যাবে। শুধুমাত্র স্ট্যান্ডিং কমিটি পরিমার্জন করে চিফ প্যাট্রনের নিকট সুপারিশ করবে।

#### তফসিল ২

কোন শাখায় নির্বাচন আয়োজন করার সুযোগ না হলে আহবায়ক কমিটি দিবে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি।

#### তফসিল ৩

এই সংগঠনের জনশক্তিদেব বিভিন্ন প্রনোদনা দেওয়া সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে।

#### তফসিল ৪

কেউ সংগঠনের আদর্শ পরিপন্থী কাজ করলে স্ট্যান্ডিং কমিটি সম্ভাব্য সমাধানগুলো চিফ প্যাট্রনের নিকট সুপারিশ করবে এবং চিফ প্যাট্রন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।